দৈনিক
ইত্তেফাক

ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, নিহত ১

দুই হলে নিষ্ফল অভিযান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর ঢাকা কলেজে ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আসাদুজ্জামান আল ফারুক নামে এক ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহত ফারুক প্রাণিবিদ্যা স্নাতকোত্তরের ছাত্র। তিনি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। একই ঘটনায় আরও তিনজন গুলিবিদ্ধসহ ১৩ জন আহত হয়। শুক্রবার গভীর রাতে কলেজ ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ ঢাকা কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সাকিব হাসান সুইম নিউমার্কেট থানায় মামলা করেছেন। আসামিরা সবাই কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি ফুয়াদ হাসান পল্লব গ্রুপের। পুলিশ শনিবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। নিহত আসাদুজ্জামান আল ফারুকের গ্রামের বাড়ি পঞ্চগড় সদর থানার পাটুয়ারীপাড়া। বাবার নাম মনির হোসেন। গতকাল দুপুরে ময়না তদন্ত শেষে ফারুকের লাশ গ্রহণ করেন তার চাচাতো ভাই সাইফুল ইসলাম।

নিহত আসাদুজ্জামান আল ফারুক

এ ঘটনায় ছাত্রলীগ ঢাকা কলেজ শাখা কমিটি বুলিত এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সাতজনকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি।

কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক সাকিব জানান, শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে তার দুই পেশ নিউমার্কেটের সামনে যান কিছু কেনাকাটা করতে। এ সময় সভাপতি ফুয়াদের পক্ষের নেতা ও কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতা (তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক) উজ্জ্বল খান তাদের টাকা পয়সা কেড়ে নেয়। বিষয়টি জানার পর ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মীকে কলেজের নর্থ সাউথ হলে পাঠান উজ্জ্বলকে ডেকে আনার জন্য। এ সময় দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এসময় গুলিবিদ্ধ হয় আসাদুজ্জামান আল ফারুক, রায়হান, রাকিব ও সুলতান। তাদের উদ্ধার করে রাত পৌনে একটার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারুককে মৃত ঘোষণা করেন।

ছাত্রলীগের ঢাকা কলেজ শাখার সভাপতি ফুয়াদ হাসান পল্লব জানান, সংঘর্ষের জন্য ছাত্রলীগ দায়ী নয়। সাউথ হল ও নর্থ হলের ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ঘটনাটি ঘটিয়েছে। তবে এর মধ্যে ছাত্রলীগের কয়েকজনও ছিল। যে ছেলেটি গুলিবিদ্ধ হয়েছে সে রাজনীতি করে না। কিভাবে গুলিবিদ্ধ হল, তা বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, গোলাগুলি হয়েছে নর্থ হলে ও হলের সামনে। ঐ হলের ছাত্ররা সাউথ হলে এসে ভাংচুর ও উজ্জ্বলকে লাঞ্ছিত করেছে। সাধারণ সম্পাদকের হলের সামনে (নর্থ হল) এলোপাতাড়ি গুলি হয়েছে এবং নিহত ও আহতরা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সাউথ হল থেকে অত দূরে গুলি করা সম্ভব না।

সুইমের পক্ষ থেকে অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, তেমন কিছু ঘটেছে বলে জানি না। তবে যার কথা বলা হচ্ছে, সে বহিরাগত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় রাত সোয়া ১২টার দিকে। শেষ হয় সোয়া ১টার দিকে। সংঘর্ষের পর পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে নর্থ ও সাউথ হলে তল্লাশি চালায়। তবে পুলিশ কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি।

একটি সূত্র জানায়, নিউ মার্কেটসহ আশপাশ এলাকায় চাঁদাবাজি ও আধিপত্য নিয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে (সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপ) দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

নিউ মার্কেট জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার রেজাইল ইসলাম জানান, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের বিরোধের জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করেছে।